দৈনিক ইনকিলাব

023

তারিখ 17 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি

দেশে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিগুণ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক স্তরের মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্-ছাত্রী এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এবং প্রায় ১ লাখ শিক্ষক বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় কর্মরত আছেন। এসব ভাগ্যাহত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের চাকরি জীবনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও হতাশাব্যঞ্জক। একটি অনিশ্চিত মুহূর্তের পর্ব থেকে তাদের চাকরি জীবনের যাত্রা শুরু হয়ে তার সমাপ্তি ঘটে এক বিয়োগান্ত নাটকের করুণ পরিণতির মধ্যদিয়ে দীর্ঘদিন চাকরি করে শূন্যহাতে কর্মজীবন থেকে তাদের অবসর নিতে হয়। যে শ্রম দ্বারা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য একজন শিক্ষক তার সবচেয়ে বড় অবদান রেখে গেল; যে শিক্ষক 'মানুষ গড়ার কারিগর' সমাজের কাছ থেকে তিনি কি পেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর কোন সচেতন নাগরিক ভেবে দেখেছেন কি? এ জিজ্ঞাসা বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের আহত মনের। নানা বৈষম্যের মাঝে হাবুডুবু খেয়ে এসব শিক্ষক ন্যূনতম বেতনে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আসছেন। পেশাগত দিকে দিয়ে তারা পদে পদে নিগৃহীত হয়ে থাকেন বিভিন্নভাবে। তবুও দেশ গড়ার ও ভবিষ্যৎ মানুষ তৈরীর কাজে তারা পবিত্র দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গত ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সন্তোষের বিষয় যে, গত ১৯৮৬ সালের জুন মাস থেকে সরকার বেতন স্কেলের শতকরা ৭০ ভাগ প্রদান করছেন।

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য অভিজ্ঞতার কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ ইচ্ছা মাফিক অর্থাৎ শিক্ষকতার যোগ্যতার উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি বিধির পূর্ণাঙ্গ (সার্ভিস রুলস) বাস্তবায়ন না হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাচনী বোর্ড স্থানীয় প্রভাবশালীদের অশুভ হস্তক্ষেপের ফলে নিয়োগে প্রকৃত মূল্যায়নে ব্যর্থ হন। একজন সহকারী শিক্ষক (গ্রাজুয়েট) ১২ বছর শিক্ষিকতার অভিজ্ঞতার পর যেমন একজন ট্রেইনড্ গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সমতুল্য বেতন পান পক্ষান্তরে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন চাকরি করার পরও তার কোন পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই। এমনকি কর্মরত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য হলে তাকে প্রধান শিক্ষক পদটি গ্রহণের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় এবং প্রভাবশালীদের অশুভ হস্তক্ষেপে 'ইন্টারভিউ' একটা 'প্রহসনে' পরিণত হয়ে প্রধান শিক্ষকের 'পদটি' তাদের সমর্থিত শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত হয়ে থাকে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে সৃষ্টি হয় শিক্ষক ও বিদ্যালয় কমিটির মধ্যে অসন্তোষ, গ্রুপিং ও ব্যক্তি আক্রোস— এমনকি নিরীহ শিক্ষকদের চাকরির উপর নেমে আসে হুমকি। ইল্-পেইড্ এইসব বেসরকারী শিক্ষক মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে দিনের পর দিন এমনিভাবে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নতি হয় না। একথা অমোঘ সত্য। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকরি জীবনের যথার্থ মূল্যায়নের উপরই গোটা জাতির অগ্রগতি ও শিক্ষা নির্ভর করে। দেশে একটি অভিন্ন সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হোক এ প্রত্যাশা প্রতিটি দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকের। বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ চাকরি-বিধি প্রণয়ন করে একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকার তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

—মুহম্মদ আবুল হোসেন সরকার